দৈনিক ইত্তেফাক

০২/১২/০৯

বাস্তবমুখী শিক্ষানীতি

ড. এম আজিজুর রহমান

শিক্ষা সবার জন্য। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা হবে মূলত একমুখী। মাদ্রাসার ছাত্রদের চাকরি ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের যোগ্যতা অর্জনের প্রয়োজনে গণিত, বাংলা, বিজ্ঞান ও ইংরেজি বিষয়ে পারদর্শী হতে হবে। বাংলা মাধ্যমের ছাত্রদের ভালোভাবে ইংরেজি জানতে হবে। দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, পরিবেশ পরিস্থিতি ও পারিপার্শ্বিকতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষার গুণগতমান বাড়াতে হবে। কর্মমুখী শিক্ষা অর্জনের মাধ্যমে জনবহুল এই বাংলাদেশের জনগোষ্ঠীকে মানবসম্পদে রূপান্তরিত করা একান্ত প্রয়োজন।

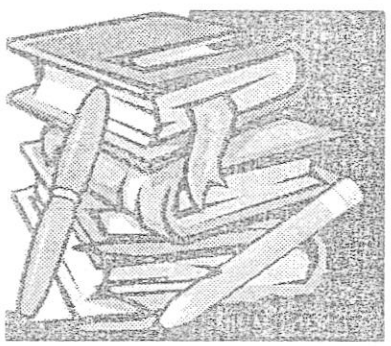

আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে তিনটি আলাদা ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। প্রথমত, বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীরা ইংরেজিতে দুর্বল থাকে। দ্বিতীয়ত, শুধু ইংরেজি মাধ্যমে লেখাপড়া করে বিষয়ভিত্তিক জ্ঞান যেমন গণিত, বিজ্ঞান, সাধারণ জ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ে দুর্বল থেকে যায়। তৃতীয়ত, মাদ্রাসা শিক্ষা কর্মক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে কম প্রয়োগমুখী হওয়ায় চাকরি বা নিয়োগ পেতে ছাত্রদের অসুবিধা হয়। শিক্ষা পদ্ধতিকে একমুখী করা গেলে জাতীয় প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে। শিক্ষিত ও উৎপাদনশীল জনগোষ্ঠীকে উৎপাদনমুখী কাজে লাগানো যাবে। শিক্ষার আধুনিকায়ন ও একমুখী শিক্ষার প্রবর্তন মোটেও অসম্ভব নয়। ভারতের পশ্চিম বাংলা, বিহার এবং উত্তর প্রদেশে মাদ্রাসা শিক্ষাকে আধুনিকায়ন করার ফলে মাদ্রাসার ছাত্ররা মেডিক্যাল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উচ্চশিক্ষার সুযোগ পাচ্ছে।

শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং সমাজকল্যাণমুখী বিভিন্ন কর্মকাণ্ড শুধু সরকারের একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়। তাই সামাজিক প্রয়োজন মেটাতে বাস্তবে প্রাথমিক পর্যায়ে অনেক ধরনের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে। যেমন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, রেজিস্টার্ড ও নন-রেজিস্টার্ড প্রাথমিক বিদ্যালয়, কমিউনিটি বিদ্যালয়, এনজিও কর্তৃক পরিচালিত বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়। অনেকেই মনে করেন প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজি মাধ্যম এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্ররা আসে সচ্ছল পরিবার থেকে। এসব প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের কিছুটা হলেও ব্যবসায়িক মানসিকতা থাকে, তা না হলে তারা এগিয়ে আসবেনই বা কেন? এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলো স্বভাবতই সমালোচিত হয়। মানসম্পন্ন শিক্ষার অভাব এবং বেতন বেশি। কথা হচ্ছে, সচ্ছল পরিবারের ছেলেমেয়েরা যদি নিজ খরচে এসব ইংরেজি মাধ্যম এবং কিন্ডারগার্টেন স্কুলে লেখাপড়া করে—এটা স্বয়ংক্রিয়ভাবে হলেও সরকারের ওপর আর্থিক চাপ কমায় এবং প্রাথমিক শিক্ষার কিছুটা হলেও ভারসাম্য রক্ষিত হয়। কারণ সচ্ছল পরিবারের ছেলেদের এখানে বিনা বেতনে পড়ার সুযোগ নেই।

অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা, নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত মাধ্যমিক, চার বছর মেয়াদি সম্মান এবং এক বছর মেয়াদি মাস্টার্স ডিগ্রি কার্যক্রম আন্তর্জাতিকভাবে বেশিরভাগ দেশে স্বীকৃত ও গ্রহণযোগ্য। শিক্ষা ও শিক্ষা কমিশন একমুখী শিক্ষা ও উল্লিখিত বিষয়ে একমতে আসার অর্থ এই নয় যে, বিশেষ কোনো গোষ্ঠীকে সুবিধা দেয়া। সবার জন্যে যা ভালো, একমুখী শিক্ষার মাধ্যমে তা করাই বাঞ্ছনীয়। আমাদের মৌল উদ্দেশ্য হবে জাতীয় ঐক্য বজায় রেখে একটি শিক্ষিত ও সুন্দর জাতি গঠন করা।